

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ - ৩য় পর্যায় প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ-৩য় পর্যায় ইউএনডিপি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প, যার লক্ষ্য কার্যকরী স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া হিসেবে সারা দেশে গ্রাম আদালত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। সর্বমোট ৫০.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (৪২৬.৩৫ কোটি টাকা) প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থায়নে পরিচালিত যেখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২৮.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৪৩.১৪ কোটি টাকা), বাংলাদেশ সরকার ১৮.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৫৭.৫১ কোটি টাকা) এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশ ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৫.৭০ কোটি টাকা) অর্থায়ন করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউএনডিপি বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নে ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) (রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের কতিপয় জেলা), ওয়েভ ফাউন্ডেশন (বরিশাল ও খুলনা বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের কতিপয় জেলা) এবং ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের কতিপয় জেলা) অংশীদাররূপে সহায়তা প্রদান করছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ পাইলট প্রকল্প (কার্যকাল ২০০৯-২০১৫, ৩৫১টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত) এবং বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের (কার্যকাল ২০১৬-২০২২, ১,০৮০ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত) সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ-৩য় পর্যায় প্রকল্পটি দেশব্যাপী (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতিরেকে) ৪,৪৫৩ টি ইউনিয়ন পরিষদে বিস্তৃত করার মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।



বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ-৩য় পর্যায় প্রকল্পটি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর গঠিত, যেগুলো প্রকল্পের কৌশলপত্রের রূপরেখাকে প্রতিফলিত করে-

- ৩,০৪১ টি ইউনিয়ন পরিষদে (যে সকল ইউনিয়ন পরিষদসমূহ অদ্যাবধি পূর্বাপর প্রকল্প এলাকা বহির্ভূত) গ্রাম আদালত সেবা সক্রিয়করণ
- পাইলট এবং ২য় পর্যায়ে প্রকল্পাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহে সক্রিয়কৃত গ্রাম আদালত সেবাসমূহ কার্যকর রাখতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- প্রকল্পটির যাবতীয় কার্যাবলী ২০২৮ সালের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের মূলধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তরকরণ।

সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

অত্র প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার জনগণ বিশেষত নারী, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর মানুষের ন্যায়বিচারের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা উন্নয়নপূর্বক জনগণের ন্যায় বিচারের চাহিদা পূরণের

লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে আইনি সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন

- গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী জনগণ, বিশেষ করে নারী, দরিদ্র এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও ফলাফলসমূহ:

প্রকল্পের সামগ্রিক ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে-

১. ১। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক গ্রাম আদালতের কার্যকর সেবা নিশ্চিতকরণ

অত্র প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রাম আদালত সেবা প্রদানকারী অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (এনআইএলজি), জেলা রিসোর্স টিম (ডিআরটি) এবং উপজেলা রিসোর্স টিম (ইউআরটি) এর মাধ্যমে ৩,০৪১ টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করছে। প্রকল্পের নিষ্পত্তি অন্তে গ্রাম আদালত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট এনআইএলজি, ডিআরটি এবং ইউআরটি ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন করা হবে। এনআইএলজি ছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট) এর হালনাগাদ প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম এবং গ্রাম আদালত সংক্রান্ত বিষয়াবলির উপর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও ৩,০৪১ টি ইউনিয়ন পরিষদে এজলাস, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং নির্ধারিত ফর্ম-রেজিস্টার প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের ২য় পর্যায় হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা হতে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ কৌশল গ্রহণ পূর্বক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে। গ্রাম আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের (জেলা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, এএসিও, ইউপি সচিব, প্যানেল সদস্য) জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

ফলাফল ১.২। গ্রাম আদালত কার্যকর করতে আইনী নিরীক্ষা ও সংশোধন

গ্রাম আদালতের সেবাসমূহ তত্ত্বাবধান, জেলা আদালত হতে গ্রাম আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি যোগ্য মামলাসমূহ দ্রুত ইউনিয়ন পরিষদে রেফার করা এবং জেলা বিচার বিভাগের সাথে ইউপি চেয়ারম্যানদের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজনের জন্য প্রকল্পের ৩য় পর্যায় হতে আইন ও বিচার বিভাগ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং পুলিশের সাথে বিভিন্ন অ্যাডভোকেসি ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চলমান আছে। এসকল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা হবে-

- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান অফিসের সহায়তায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মামলা রেফার, গ্রাম আদালত সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, গ্রাম আদালতের অধিবেশন এবং নথি পর্যবেক্ষণ
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন ও বিচার বিভাগের সহায়তায় ইউপি চেয়ারম্যান এবং জেলা বিচার বিভাগের মধ্যে বার্ষিক সমন্বয় সভা নিয়মিতকরণ
- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এবং গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন।

প্রকল্প হতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে গ্রাম আদালত বিধিমালা সংশোধনের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করা হবে।

ফলাফল ১.৩। প্রকল্পের সমাপ্তি অন্তে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনায় ও তদারকিতে *বাংলাদেশে গ্রাম আদালতের দায়িত্ব পালনকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা*

স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় প্রকল্প কার্যকাল সমাপ্তির পূর্বেই কর্ম পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রাম আদালত ডেস্ক স্থাপন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক পৃথক লোকবল নিয়োগ করবে। প্রকল্পের অন্তবর্তীকালের পূর্বেই অত্র লোকবল নিশ্চিত করা হবে যাতে করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে গ্রাম আদালত সেবার ধারাবাহিকতা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ ও নীতি-নির্ধারণ এবং কৌশলগত উন্নয়ন সম্পর্কে সামর্থ্যবান হবেন।

ফলাফল ২.১। গ্রামীণ জনগণের বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী, দরিদ্র এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রাম আদালতের বিচারিক সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

প্রকল্পটি প্রথাগত ও সমসাময়িক প্রযুক্তি ব্যবহার করে লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা ভেদে সকল স্তরের জনগণের মাঝে গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। গ্রাম আদালত সেবা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে টেলিভিশনে সম্প্রচার, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ, র‍্যালি, আলোচনা সভা, গ্রাম আদালতের ডেমো অধিবেশন, প্রচারণামূলক উপকরণ বিতরণ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা ইত্যাদি। গ্রাম আদালত সেবার প্রতি সচেতনতা এবং নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।



সরকারি প্রচার মাধ্যমসমূহ যেমন বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন তথ্য অধিদপ্তরের সহায়তায় গ্রাম আদালত সেবার বার্তা জনগণের মাঝে প্রচার করা হবে। এছাড়াও প্রকল্প হতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা এবং স্থানীয় এনজিওদের সহায়তায় গ্রাম আদালতের সেবা সংক্রান্ত সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম নেয়া হবে।

ফলাফল ২.২। গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের উপর প্রমাণ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় বৃদ্ধি করা

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ-৩য় পর্যায় প্রকল্প কর্মকাণ্ড ভিত্তিক তথ্য-প্রমাণাদি

সংগ্রহ এবং বিনিময়কে প্রকল্পের কর্ম পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বোত্তম অনুশীলন এবং শিখনসমূহ সরকার এবং অংশীজনদের অবহিত করা হবে। এজন্যে প্রকল্পটি বিভিন্ন সময় বেসলাইন ও মধ্যবর্তী সমীক্ষা এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ণ, গ্রাম আদালত ব্যবস্থার উপর শিখন, নারীর ক্ষমতায়ণ, কোর্ট ইউজার সার্ভে এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী সংস্থাদের সহায়তায় প্রকল্পটি বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গ্রাম আদালত ব্যবস্থার সাফল্য প্রচার করার পাশাপাশি এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথে সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের মাধ্যমে শিখন ও তথ্য আদান-প্রদান করত কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য কাজ করবে।

উদ্ভাবন: প্রকল্পটি আধুনিকীকরণ এবং এর স্থায়ীত্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী উপায় অন্বেষণ এবং পাইলট করবে

ডিজিটালাইজেশন

অনলাইন ভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ভিসিএমআইএস): প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ৫৭ টি ইউনিয়ন পরিষদে পাইলটিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং রিমোট মনিটরিং মারফত গ্রাম আদালতের কার্যক্ষমতার প্রক্রিয়াটি প্রকল্পের এ পর্যায়ে সক্রিয়করণ এলাকাসমূহে বিস্তৃত করা হবে।



গ্রাম আদালত ডিজিটাল ব্যবস্থা: এ প্রকল্পে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী, ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানকারী (ইউপি চেয়ারম্যান এবং এএসিও) ও সরকারি কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গ্রাম আদালতের সেবা সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ডিজিটাল গ্রাম আদালত ব্যবস্থা করা হবে। একটি মোবাইল ও ওয়েব ভিত্তিক ব্যবস্থা ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে যার দরুন একজন ব্যক্তি অনলাইনে তার আবেদন জমা, ক্ষুদে বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে মামলার হালনাগাদ তথ্য জানতে পারবে।

ডিজিটাল প্রশিক্ষণ উপকরণ: অনলাইন শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে এবং গ্রাম আদালত এর উপর একটি মোবাইল এ্যাপ তৈরি করা হবে যার মাধ্যমে জনগণ গ্রাম আদালত ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ভাবে জানতে পারবে।

জিপিএস ভিত্তিক (পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি): একটি সক্রিয় মোবাইল এবং ওয়েব সিস্টেম এপ্লিকেশনের মাধ্যমে দূরবর্তী অনুধাবন প্রক্রিয়ার সহায়তায় প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের কার্যাদি, গ্রাম আদালত সেবার কার্যক্রম ও গুণগত মান এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে।

প্রকল্পের কর্মএলাকা

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ
(৩য় পর্যায়)





ই-ব্রোশিয়রের জন্য স্ক্যান করুন

বিস্তারিত তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন:

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ - ৩য় পর্যায় প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ

আইডিবি ভবন (লেভেল ১২), শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

+৮৮(০২)৯১৮৩৪৬৬-৮ info.avcb@undp.org

www.villagecourts.org www.fb.com/villagecourts
www.youtube.com/@avcb3